সমকাল

তারিখ ... 25 DEC 2016
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

রাবিতে নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধের দুই কারণ

অভিযোগ অস্বীকার মহানগর আ'লীগের

■ মুস্তাফিজ রনি, *রাবি*

আওয়ামী লীগ নেতাদের পছন্দসই প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দেওয়ায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) কর্মচারী নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি সম্প্রতি একনেক সভায় অনুমোদন পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬৩ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পও এর পেছনে রয়েছে। কয়েকজন শিক্ষক জানান, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দৃঢ়তার কারণে গত কয়েক বছরে নিয়োগ বাণিজ্য কমে যাওয়ায় আওয়ামী লীগ মরিয়া হয়ে ওঠে। তাদের বাধায় নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ হয়। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে মহানগর আওয়ামী লীগ।

গত শুক্রবার রাবিতে কর্মচারী পদে ২৭ জনের নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা, বিনোদপুর ও প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দিয়ে পরীক্ষার্থীদের ঢুকতে না দেওয়া, শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করা, গালাগাল, প্রবেশপত্র ছিঁড়ে ফেলাসহ বিভিন্ন ঘটনা ঘটে। এর আগে গত ৮ ডিসেম্বর সমকালে 'কমিটি নিয়ে ছক কষাকষি' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় শতাধিক কর্মচারী নিয়োগের বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে রাবির কয়েকজন শিক্ষক অভিযোগ করেন, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে স্বচ্ছতা আসায় 'বাণিজ্যের' সুযোগ পাচ্ছে না আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। পছন্দসই কর্মীদের নিয়োগ

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের ছবি • পৃষ্ঠা-১৯

রাবিতে নিয়োগ পরীক্ষা

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

দেওয়া নিয়ে বেশ কয়েক দফা উপাচার্য, উপ-উপাচার্যের সঙ্গে বসেও কোনো সমাধান হয়নি। এজন্যই তারা এ ধরনের কর্মকাণ্ডের পথে হাঁটছেন। এ ছাড়া সম্প্রতি একনেক বৈঠকে পাস হওয়া ৩৬৩ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের কারণেও তারা আরও বেশি মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক চৌধুরী সারওয়ার জাহান সমকালকে বলেন, বর্তমান প্রশাসন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেয়, তখন একটি ভঙ্গুর অবস্থা ছিল। সেখান থেকে টেন্ডার, প্রথম বর্ষে ভর্তি ও শিক্ষক নিয়োগের সময় যে বিশাল আর্থিক লেনদেন ও দুর্নীতি হতো, বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়ে তা স্বচ্ছতার জায়গায় আনা হয়েছে। শুধু ছাত্র, শিক্ষক আর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চলে না। প্রয়োজন দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী। কিন্তু অধিকাংশ কর্মচারী কাজ ফাঁকি দেয়। ৬ ঘণ্টার অফিস তারা ৪ ঘণ্টা করেন। এ জন্য দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা তা হতে দেয়নি। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন। তিনি বলেন, 'আমরা মূলত যারা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি, তাদের জন্য শর্ত শিথিল করার কথা বলেছি। বাংলাদেশের কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই কর্মচারী নিয়োগে বয়সসীমা বেঁধে দেওয়া নেই। অথচ রাবিতে তা করা হয়েছে। এ ছাড়া এখানে মুক্তিযোদ্ধদের নাতি-নাতনিদেরও মূল্যায়ন করা হয় না।

এদিকে আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতাদের তিন দফা দাবি মানা না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো নিয়োগ পরীক্ষা হতে দেওয়া হবে না বলে শুক্রবার মন্তব্য করেছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাবলু সরকার। তবে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে তাদের কোনো কর্মসূচি নেই বলে জানিয়েছেন এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন।

শুক্রবারের ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থীরা। গতকাল শনিবার দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধন থেকে শিক্ষার্থীরা পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে তা দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানায়। এ ছাড়া আগামীকাল সোমবার বেলা ১১টায় আবারও বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ঘোষণা দেওয়া হয়। তাদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিষয়ে বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ বন্ধে পদক্ষেপ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের আইনের আওতায় আনা, স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা বজায় রাখতে পদক্ষেপ, পূর্ণাঙ্গ টিএসসিসি ভবন নির্মাণ এবং অবিলম্বে রাকসু নির্বাচন দেওয়া।